"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্য বিবরণী

সভাপতি	: মো: আবদুর রহিম খান মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	: ১৬-০৫-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	: সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	: শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৩)
উপস্থিতি	: **পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।**

সভাপতি সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৪ উদযাপনে ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণকে নিজে নিজ কার্যালয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে অধিক্ষেত্রাধীন জেলার জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দিবসটি পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে দিবসটি পালনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি বলেন, এবছর বিভিন্ন পর্যায়ের ২৯টি কারখানাকে গ্রিন ফ্যাক্টরী অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে এবং আগামী দিনে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)-কে আহবান জানান। সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা) সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী এপ্রিল, ২০২৪ মাসের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। সভা কর্তৃক ২৫-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোনো সংশোধন বা সংযোজন কিংবা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	ক) সভাপতি APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বললে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১০ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত রাঙামাটি কার্যালয় উদ্বুদ্ধকরণ সভা ২৪টির মধ্যে ১৬টি সম্পন্ন করতে পেরেছে। সভাপতি এরূপ অগ্রগতির কারণ জানতে চাইলে শ্রম পরিদর্শক, রাঙামাটি জনাব সোহেল রানা বলেন, মে/২০২৪ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ০৮টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হবে। নতুন লাইসেন্স প্রদানে রংপুরের ৯০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এ বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক, রংপুর বলেন, লিমাতে আবেদনগুলো আছে। আবেদনগুলো যাচাই বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে, কার্যক্রম চলমান। মে/২০২৪ মাসের মধ্যে ১০০% অর্জন সম্ভব হবে। অনলাইন অভিযোগের ক্ষেত্রে নরসিংদীর ৩৭টির মধ্যে ২৭টি নিষ্পন্ন	ক) ১) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে। ২) রাঙামাটি কার্যালয়কে উদ্বুদ্ধকরণ সভার অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৩) রংপুর কার্যালয়কে নতুন লাইসেন্সের অবিশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা মে/২০২৪ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৪) নরসিংদী কার্যালয়কে আগামী	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ৪। জনাব মনোয়ার

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>হয়েছে। এ বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী বলেন, ১০টির নিষ্পত্তি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ১০টি অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) সভাপতি কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন প্রস্তুত সংক্রান্ত অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বললে যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে কমপ্লায়েন্স ঘোষণার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন/মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ১৬ মে, ২০২৪ তারিখে মহাপরিদর্শক বরাবর দাখিল করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ক পরবর্তী করণীয় এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনলাইন অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

খ) যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে কমপ্লায়েন্স ঘোষণার জন্য গাইডলাইন প্রণয়নমানদন্ড / নির্ধারণের লক্ষ্যে দাখিলকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>SDG বিষয়ক কার্যক্রম</td><td>সভাপতি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে এসডিজি সভা আয়োজন করে যথাযথভাবে কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে এবং কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে SDG বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে এসডিজি সভা করে যথাযথভাবে কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে SDG বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।</td><td>১। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (পরিকল্পনা ও অর্থ অধিশাখা)
২। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>৩।</td><td>অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম)</td><td>ক) সভাপতি অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম) সম্পর্কিত অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, গত ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় একটি খসড়া অভিযোগ নিষ্পত্তির ছক চূড়ান্ত করা হয়।
➤ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ মাসের এবং জুলাই/২৩ হতে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত অভিযোগ রিপোর্ট-
(ম্যানুয়েল + অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ)
<table>
<tr><th>জেলা কার্যালয়</th><th>জেরসহ বর্তমান মাসে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ</th><th>বর্তমান মাসে মোট নিষ্পন্ন অভিযোগ</th><th>বর্তমান মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকরা হার (%)</th><th>জুলাই/২৩ হতে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অভিযোগ</th><th>জুলাই/২৩ হতে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত মোট নিষ্পন্ন অভিযোগ</th><th>মোট অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকরা হার (%)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>ঢাকা</td><td>২৫৮</td><td>১০৯</td><td>৪৩%</td><td>১৪৯৩</td><td>১৩৪৪</td><td>৯০%</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>৫০</td><td>৩৭</td><td>৭৪%</td><td>৪৮০</td><td>৪৬৭</td><td>৯৭%</td></tr>
<tr><td>রাঙামাটি</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>২</td><td>২</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>৩</td><td>২</td><td>৬৬%</td><td>৮</td><td>৭</td><td>৮৮%</td></tr>
<tr><td>গাজীপুর</td><td>২৬৪</td><td>৬৭</td><td>২৬%</td><td>১৬৭৮</td><td>১৪৮১</td><td>৮৮%</td></tr>
<tr><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>৩১</td><td>২৭</td><td>৮৭%</td><td>২৯২</td><td>২৮২</td><td>৯৬%</td></tr>
<tr><td>মুন্সিগঞ্জ</td><td>৪</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>৮</td><td>৪</td><td>৫০%</td></tr>
<tr><td>নরসিংদী</td><td>২৪</td><td>০</td><td>০%</td><td>১০২</td><td>৭৮</td><td>৭৬%</td></tr>
<tr><td>ফরিদপুর</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>২</td><td>২</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>গোপালগঞ্জ</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>৩</td><td>৩</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>টাঙ্গাইল</td><td>২</td><td>১</td><td>৫০%</td><td>১১</td><td>১১</td><td>১০০%</td></tr>
</table>
</td><td>ক) জুলাই/২৩ হতে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত (ম্যানুয়েল + অনলাইনে) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৮০% এর নিচে অর্জনকারী কার্যালয়সমূহকে কিশোরগঞ্জ (০%), পাবনা (১৭%), মুন্সিগঞ্জ (৫০%), বগুড়া (৬৪%), নরসিংদী (৭৬%), খুলনা (৭৯%); মে/২০২৪ মাসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ছক প্রস্তুতপূর্বক অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>মানিকগঞ্জ</td><td>৬</td><td>৪</td><td>১৭%</td><td>১৩</td><td>১১</td><td>৮৫%</td></tr>
<tr><td>ময়মনসিংহ</td><td>২২</td><td>১১</td><td>৫০%</td><td>১৩৩</td><td>১২২</td><td>৯২%</td></tr>
<tr><td>জামালপুর</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>কিশোরগঞ্জ</td><td>১</td><td>০</td><td>০%</td><td>১</td><td>০</td><td>০%</td></tr>
<tr><td>ব্রাহ্মনবাড়ীয়া</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>২</td><td>২</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>কুমিল্লা</td><td>৩</td><td>২</td><td>৬৭%</td><td>৩৫</td><td>৩৪</td><td>৯৭%</td></tr>
<tr><td>ফেনী</td><td>৭</td><td>৬</td><td>৮৬%</td><td>২৯</td><td>২৮</td><td>৯৭%</td></tr>
<tr><td>রাজশাহী</td><td>৫</td><td>০</td><td>০%</td><td>৭৪</td><td>৬৯</td><td>৯৩%</td></tr>
<tr><td>নওগাঁ</td><td>১</td><td>০</td><td>০%</td><td>৮</td><td>৭</td><td>৮৭%</td></tr>
<tr><td>পাবনা</td><td>৫</td><td>০</td><td>০%</td><td>৬</td><td>১</td><td>১৭%</td></tr>
<tr><td>বগুড়া</td><td>৫</td><td>০</td><td>০%</td><td>১৪</td><td>৯</td><td>৬৪%</td></tr>
<tr><td>সিরাজগঞ্জ</td><td>৪</td><td>৩</td><td>৭৫%</td><td>৮</td><td>৭</td><td>৮৮%</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>৬</td><td>৬</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>দিনাজপুর</td><td>৩</td><td>০</td><td>০%</td><td>১৭</td><td>১৪</td><td>৮২%</td></tr>
<tr><td>খুলনা</td><td>১০</td><td>৪</td><td>৪০%</td><td>২৯</td><td>২৩</td><td>৭৯%</td></tr>
<tr><td>যশোর</td><td>৪</td><td>২</td><td>৫০%</td><td>১৬</td><td>১৪</td><td>৮৭%</td></tr>
<tr><td>কুষ্টিয়া</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>১৭</td><td>১৭</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>সিলেট</td><td>০</td><td>০</td><td>১০০%</td><td>১৫</td><td>১৫</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>মৌলভীবাজার</td><td>৩</td><td>১</td><td>৩৪%</td><td>২৬</td><td>২৪</td><td>৯২%</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>১</td><td>০</td><td>০%</td><td>১৮</td><td>১৭</td><td>৯৪%</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৭১৭</td><td>২৭৩</td><td>৫৪%</td><td>৪৫৩৯</td><td>৪০৯৬</td><td>৯০%</td></tr>
</table>

জুলাই/২৩ হতে এপ্রিল/২৪ পর্যন্ত (ম্যানুয়েল + অনলাইনে) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৮০% এর নিচে অর্জনকারী কার্যালয়সমূহকে কিশোরগঞ্জ (০%), পাবনা (১৭%), মুন্সিগঞ্জ (৫০%), বগুড়া (৬৪%), নরসিংদী (৭৬%), খুলনা (৭৯%); মে/২০২৪ মাসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অর্জন নিশ্চিতকরণে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI বলেন, অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ০২ (দুইটি) ছক তৈরি করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক দুইটি ছকের মধ্যে ১টি ছক আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করে সে অনুযায়ী তথ্য প্রতিটি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>খ) উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ছকের মধ্য থেকে ১টি ছক আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত করে সে অনুযায়ী তথ্য প্রতিটি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৪।</td><td>আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম</td><td>ক) সভাপতি আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI সভাকে অবহিত করেন, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের ১৭টি আবেদন এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। মে মাসের শেষের দিকে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) সভাপতি নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের পরিদর্শক কর্তৃক আউটসোর্সিং লাইসেন্সের তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের এবং প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক তার তথ্য উপমহাপরিদর্শক</td><td>ক) যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে মে/২০২৪ মাসের শেষের দিকে আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করতে হবে।

খ) নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের পরিদর্শক কর্তৃক আউটসোর্সিং লাইসেন্সের তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে</td><td>১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
২। যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI
৩। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৪। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়)
৫।</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		(সাধারণ শাখা)-কে সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন	এবং প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক তার তথ্য উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ শাখা)-কে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব
৫।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	ক) সভাপতি LIMA–এর মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ৩১ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২৪ মাসে লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন হার যথাক্রমে ৯৯%, ১০০% এবং ৯০%। উল্লেখ্য, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স (২৫%); এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন (৩৭%) প্রদান করেছে। এছাড়া, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কক্সবাজার লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স (৮৫%) প্রদান করেছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং কক্সবাজার লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন যথাক্রমে ৮৮%, ৯১% এবং ৯৪% সম্পন্ন করেছে। সভাপতি সিলেট ও ঢাকা কার্যালয়কে সতর্ক করার এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং কক্সবাজার-কে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আগামীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করতে পারলে পরবর্তীতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়। জামালপুর, কার্যালয় লিমার মাধ্যমে ০% পরিদর্শন করায় সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাকে উপমহাপরিদর্শক, জামালপুরকে ব্যাখ্যা তলব করার এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে পরবর্তীতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ১) নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ২) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স (২৫%); এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন (৩৭%) প্রদান করায় সিলেট ও ঢাকা কার্যালয়কে সতর্কীকরণের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কক্সবাজার লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স (৮৫%) প্রদান করায় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া, রাজশাহী এবং কক্সবাজার লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন যথাক্রমে ৮৮%, ৯১% এবং ৯৪% সম্পন্ন করায় উক্ত কার্যালয়সমূহকে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে অন্যথায় আগামীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করতে পারলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩) জামালপুর, কার্যালয় লিমার মাধ্যমে ০% পরিদর্শন করায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে উপমহাপরিদর্শক, জামালপুরকে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে পরবর্তীতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা) ২। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ৩। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। জনাব মো: আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক, ইনোভেশন টিম

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		খ) সভাপতি LIMA–এর মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শন পরবর্তী ক্যাপ প্রস্তুতের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, LIMA–এর মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক এপ্রিল মাসে ৩৩৮৫টি পরিদর্শনের বিপরীতে ৫৮৪টি (১৭%) ক্যাপ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ক্যাপ প্রদান সন্তোষজনক নয় মর্মে জানান এবং **মে মাসে কমপক্ষে ৮০% CAP** প্রদানের এবং **জুন মাসে ৯৫% CAP** প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) সভাপতি ঢাকা কার্যালয় থেকে লিমা ব্যবহারে অসুবিধা সংবলিত যে পত্র এসেছিল তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা কার্যালয়ের পত্রের জবাব ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কার্যালয় থেকে উত্থাপিত ১০টি ইস্যুর মধ্যে ০৮টি ইস্যু ইতোমধ্যে সমাধান করা হয়েছে, ০২টি ইস্যুর সমাধানে কাজ চলমান আছে। যে সমস্ত সমস্যা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ থেকে বিভিন্ন সময়ে পাঠানো হয়েছে তা আমলে নিয়ে আগামী জুনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য সভাপতি, জনাব আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘ) সভাপতি পরবর্তী সভায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের পরিদর্শনকৃত কারখানা, আউটসোর্সিং লাইসেন্স, দোকান-প্রতিষ্ঠানের ২-৩টি পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে মর্মে জানান।	খ) সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয়কে লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন পরবর্তী ক্যাপ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মে মাসে কমপক্ষে ৮০% এবং জুন মাসে ৯৫% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। গ) যে সমস্ত সমস্যা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ থেকে বিভিন্ন সময়ে পাঠানো হয়েছে তা আমলে নিয়ে আগামী জুনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের জন্য জনাব আল আমিন, সহকারী মহাপরিদর্শক-কে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঘ) পরবর্তী সভায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের পরিদর্শনকৃত কারখানা, আউটসোর্সিং লাইসেন্স, দোকান-প্রতিষ্ঠানের ২-৩টি পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে।	
৬।	Industrial safety unit (ISU)	সভাপতি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের ক্যাটাগরি-০২ ও ক্যাটাগরি-০৩ ভূক্ত কারখানারসমূহের মধ্যে যে সকল কারখানার Initial Assessment Report-এর CAP অনুযায়ী সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে সে সকল কারখানায় Verification Visit (CVV) করে CAP-এর বাকী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নিমিত্ত গঠিত টিমের টিম ভিত্তিক পরিদর্শন অগ্রগতি প্রতি সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের ক্যাটাগরি-০২ ও ক্যাটাগরি-০৩ ভূক্ত কারখানারসমূহের মধ্যে যে সকল কারখানার Initial Assessment Report-এর CAP অনুযায়ী সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে সে সকল কারখানায় CAP Verification Visit (CVV) করে CAP-এর বাকী কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নিমিত্ত গঠিত টিমের টিম ভিত্তিক পরিদর্শন অগ্রগতি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) ২। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ ৩। উপমহাপরির্শক (ISU)
৭।	কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক	সভাপতি কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ গাইডলাইন অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য মহাপরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ গাইডলাইন অনুমোদনের নিমিত্ত	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ক কার্যক্রম		মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৮।	ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম জানতে চাইলে সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, এপ্রিল-২০২৪ মাসে ডি-নথি বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অগ্রগতি নিম্নরূপ :	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম ১০০% অর্জন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়) ২। জনাব সাব্বির আনোয়ার শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পত্তি			পত্রজারিতে নিষ্পত্তি		
	ম্যানুয়াল	ই-নথি	হার	ম্যানুয়াল	ই-নথি	হার
কক্সবাজার	০	১১	১০০%	০	১৫	১০০%
মুন্সিগঞ্জ	০	৯৪	১০০%	০	৪৯	১০০%
ফরিদপুর	০	৮	১০০%	০	১২	১০০%
গোপালগঞ্জ	০	২	১০০%	০	১৪	১০০%
টাঙ্গাইল	০	৪৮	১০০%	০	৩৩	১০০%
ময়মনসিংহ	০	১০৪	১০০%	০	১১৭	১০০%
ফেনী	০	৩	১০০%	০	১	১০০%
নওগাঁ	০	১৭	১০০%	০	১৫	১০০%
রংপুর	০	১২	১০০%	০	৬	১০০%
দিনাজপুর	০	১৭	১০০%	০	১৮	১০০%
মৌলভীবাজার	০	২৮	১০০%	০	৩৪	১০০%
বরিশাল	০	৯	১০০%	০	১১	১০০%
ঢাকা	২	৭৫	৯৭%	১	৯৯	৯৯%
পাবনা	১	১৭	৯৪%	১	১৯	৯৫%
বগুড়া	১	১৭	৯৪%	১	১৬	৯৪%
খুলনা	৩	৩৮	৯৩%	৩	২৭	৯০%
কুমিল্লা	৩	৩৫	৯২%	২	৩৪	৯৪%
সিলেট	১	১১	৯২%	১	১৪	৯৩%
যশোর	১২	১২৩	৯১%	১২	৫৯	৮৩%
রাজশাহী	১৫	১৫৩	৯১%	১৫	১৩৯	৯০%

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>নরসিংদী</td><td>১</td><td>১০</td><td>৯১%</td><td>০</td><td>৯</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>সিরাজগঞ্জ</td><td>২</td><td>১৬</td><td>৮৯%</td><td>১</td><td>১৬</td><td>৯৪%</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>৩</td><td>১৯</td><td>৮৬%</td><td>৩</td><td>১৯</td><td>৮৬%</td></tr>
<tr><td>ব্রাহ্মনবাড়ীয়া</td><td>২</td><td>১২</td><td>৮৬%</td><td>২</td><td>১২</td><td>৮৬%</td></tr>
<tr><td>কুষ্টিয়া</td><td>৩</td><td>১৮</td><td>৮৬%</td><td>৩</td><td>২৮</td><td>৯০%</td></tr>
<tr><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>৮</td><td>৪৩</td><td>৮৪%</td><td>৩</td><td>১৩</td><td>৮১%</td></tr>
<tr><td>মানিকগঞ্জ</td><td>১</td><td>৫</td><td>৮৩%</td><td>১</td><td>৬</td><td>৮৬%</td></tr>
<tr><td>গাজীপুর</td><td>২</td><td>৯</td><td>৮২%</td><td>২</td><td>৯</td><td>৮২%</td></tr>
<tr><td>জামালপুর</td><td>১০</td><td>৪৫</td><td>৮২%</td><td>১০</td><td>৪০</td><td>৮০%</td></tr>
<tr><td>কিশোরগঞ্জ</td><td>৩</td><td>১২</td><td>৮০%</td><td>৫</td><td>২১</td><td>৮১%</td></tr>
<tr><td>রাঙামাটি</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td></tr>
</table>
কোনও কার্যালয় নোটে নিষ্পত্তি ও পত্রজারিতে চলতি মানের নিম্নে নেই। রাঙ্গামাটি কার্যালয়ের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। সভাপতি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম ১০০% অর্জন রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৯।</td><td>শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম</td><td>সভাপতি শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) সভাকে অবহিত করেন, ১। এপ্রিল/২৪ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা ২৬৯ জন। উল্লেখ্য, এপ্রিলমাসে ২৪/ নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা শূন্য(০) প্রতিবেদন দিয়েছে কুষ্টিয়া , কক্সবাজার এবং রাঙ্গামাটি জেলা। ,ফরিদপুর ,কিশোরগঞ্জ
২। গত ১০ মাসের শিশুশ্রম নিরসনের (দশ)লক্ষ্যমাত্রা ৯০% এর নিচে কোন জেলা অফিসের নেই।
৩। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় চট্টগ্রাম (৯৬(%, ময়মনসিংহ (৯৬(%, বগুড়া (৯০(%, কক্সবাজার (৯৮(%, রাঙ্গামাটি (৯০এবং (% ১০ গত (%৯৬) জামালপুর(দশ) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে পারেনি।
৪। এছাড়া, অন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে গত ১০ (দশ) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে।
৫। সামগ্রিকভাবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ গত দশ মাসে এপ্রিল/২০২৪ পর্যন্ত ৩১৯৬ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করতে পেরেছেন যা ২০২৩অর্থ বছরের এপিএ লক্ষ্যমা ২০২৪-ত্রা ৩৪৬০ (১০ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ২৮৮৩ থেকে ১১% বেশি) এবং দপ্তরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০০ (১০ মাসের লক্ষ্যমাত্রা ৩০৮৩ থেকে ৪% বেশি)।
সভাপতি মে/২৪ মাস পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত শিশুর</td><td>মে/২৪ মাস পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত শিশুর সংখ্যাগত তথ্য (মোবাইল নাম্বারসহ) ৩১টি কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং শ্রম হতে নিরসনকৃত যেসকল শিশুর মোবাইল নম্বর আছে কেবল সেকল শিশুর তথ্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সংখ্যাগত তথ্য **(মোবাইল নাম্বারসহ)** ৩১টি কার্যালয় হতে সংগ্রহ করার এবং শ্রম হতে নিরসনকৃত যেসকল শিশুর মোবাইল নম্বর আছে কেবল সেকল শিশুর তথ্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১০।	শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) সভাকে অবহিত করেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ মোতাবেক ৩য় কোয়ার্টারের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে ৩য় কোয়ার্টারের ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ ৩য় কোয়ার্টারের সকল প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর চতুর্থ কোয়ার্টারের কার্যক্রম চলমান। চতুর্থ কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার কর্মকৌশল এনআইএস সফটওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১১।	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	সভাপতি মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, ক) ২৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০০১.২১.৪৯ নং স্মারকে গঠিত প্রধান কার্যালয়ের ১০টি মনিটরিং টিমের মধ্যে ১০টি টিম (জানুয়ারী/২৩-জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪৫টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং ৪২টি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। খ) জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) সভাপতি জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মনিটরিং-কে আরও বেশি কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি পরিদর্শন টিমকে মতামত প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে ও যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। খ) পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন সঠিকভাবে পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। গ) জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মনিটরিং-কে আরও বেশি কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি পরিদর্শন টিমকে মতামত প্রদান করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
১২।	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম	ক) সভাপতি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, ক) উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করার জন্য গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে (৩১ কার্যালয়) উপমহাপরিদর্শগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫ মার্চ খ্রিঃ ২০২৪ , তারিখে জেলা ও ও আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেলা ও আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির	ক) ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা নিয়মিতভাবে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		(এপ্রিল/২৪ থেকে জুন/২৪) কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। খ) সভাপতি বলেন, সাধারণত ঈদের সময় অর্থাৎ আসন্ন ঈদ-উল-আযহার সময় বেতন ও বোনাস নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অসন্তোষ দেখা দেয়। কখনও কখনও মালিকের সাথে শ্রমিকের বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সভাপতি এক্ষেত্রে যেসকল জায়গায় ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বেশি; বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন জায়গায় সমস্যা তৈরি হলে সেগুলো যথাযথভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের এবং ঈদের আগ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যেকোন ধরনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যদি পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশংকা করা হয় তবে প্রথমে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে এবং একইসাথে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অধিকন্তু কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয় থেকে তা প্রদান করা হবে মর্মে সভাপতি জানান। গ) সভাপতি ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন যেসকল কারখানা বেতন ভাতাদি দিতে পারবে না বলে আশংকা করা হবে সেসকল কারখানার তালিকা মে/২০২৪ মাসের শেষে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ) যেসকল জায়গায় ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বেশি; বিশেষ করে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন জায়গায় সমস্যা তৈরি হলে সেগুলো যথাযথভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ঈদের আগ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেকোন ধরণের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যদি পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশংকা করা হয় তবে প্রথমে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে এবং একইসাথে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে প্রধান কার্যালয় থেকে তা প্রদান করতে হবে। গ) ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন যেসকল কারখানা বেতন ভাতাদি দিতে পারবে না বলে আশংকা করা হবে সেসকল কারখানার তালিকা মে/২০২৪ মাসের শেষে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	
১৩।	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রম	সভাপতি ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন, যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে প্রতিমাসে আবশ্যিকভাবে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইপিজেড এবং এস-ইপিজেড পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী- যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন ইপিজেড রয়েছে তার তথ্য ও এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ মাসের প্রতিবেদন-	ক) যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) জুলাই, ২০২৩ হতে মে, ২০২৪ পর্যন্ত তথ্য এবং প্রতি মাসের হালনাগাদ তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">ইপিজেড পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন</th></tr>
<tr><th rowspan="2">জেলা কার্যালয়ের নাম</th><th colspan="2">ইপিজেড এর কারখানাসমূহ পরিদর্শন</th><th rowspan="2">মোট পরিদর্শন</th></tr>
<tr><th>আরএমজি</th><th>নন-আরএমজি</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>ঢাকা</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>২</td><td>০</td><td>২</td></tr>
<tr><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>০</td><td>২</td><td>২</td></tr>
<tr><td>কুমিল্লা</td><td>০</td><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>পাবনা</td><td>০</td><td>০</td><td>০</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>১</td><td>১</td><td>২</td></tr>
<tr><td>খুলনা</td><td>০</td><td>২</td><td>২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩</td><td>৬</td><td>৯</td></tr>
</table>

এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি: মাসে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ০২টি (আরএমজি), নারায়ণগঞ্জ ০২টি (নন-আরএমজি), কুমিল্লা ০১টি (নন-আরএমজি), রংপুর ০২টি (আরএমজি ০১টি এবং নন-আরএমজি ০১টি), এবং খুলনা ০২টি (নন-আরএমজি) পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন। এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি: মাসে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা এবং পাবনা কোন পরিদর্শন সম্পন্ন করেনি।

এবিষয়ে উপমহাপরিদর্শক, পাবনা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইপিজেড পরিদর্শনের পূর্বে ইপিজেড কর্তৃপক্ষকে একটি নোটিশ প্রেরণ করতে হয়, তারা অনুমতি দিলে তারপর পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। এপ্রিল মাসে পরিদর্শনের অনুমতির জন্য চিঠি পাঠালেও এখন পর্যন্ত রেসপন্স পাওয়া যায়নি। মার্চ মাসে অনুমতি দিলে ২টি পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। উপমহাপরিদর্শক, রংপর একই মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বলেন, পাঠাবেন। সভাপতি উপমহাপরিদর্শক, পাবনা এবং রংপুর-এর বক্তব্য অনুসারে ইপিজেড-এর চেয়ারম্যানকে পত্র প্রেরণের জন্য উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td>গ) উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে উপমহাপরিদর্শক, পাবনা এবং রংপুর-এর বক্তব্য (প্রেরিত প্রমাণক) অনুসারে ইপিজেড-এর চেয়ারম্যানকে পত্র প্রেরণের জন্য ড্রাফট সভাপতির নিকট দাখিল করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১৪।</td><td>বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ের ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য</td><td>সভাপতি বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, ১ম পর্যায়ে ৫২০৬ টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১ টি কারখানাকে ৯০ দিন সময় দেয়া হয়েছে এবং ২৫% এর উর্দ্ধে কিন্তু ৫০% এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ১৮০ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বাকি সকল কারখানাকে ৩৬৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। ৫২০৬ টি কারখানা সদস্য সচিব কর্তৃক ১ম মনিটরিং সম্পন্ন হয়েছে এবং মনিটরিং পরিদর্শনের তথ্য CIAMS সফটওয়্যারে আপডেট দেয়া হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>ক) ৫০-১০০% এর মধ্যে নম্বর প্রাপ্ত যে যেসকল কারখানা রয়েছে তাদের ক্যাপ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক টিমের সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের (এরিয়া) পরিদর্শকের মাধ্যমে সঠিকভাবে করতে হবে।
খ) ২৫%, ৫০% এবং ১০০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত কারখানার ক্ষেত্রে ডাইফ কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাপ বাস্তবায়নের তদারকি শতভাগ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তদারকি</td><td>১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা)</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			অব্যাহত রাখতে হবে।	
১৫।	বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	ক) সভাপতি সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির ২য় সভায় বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বিত কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে ১০,০০০ টি শিল্প-কলকারখানা পরিদর্শনসহ চলমান পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ২য় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বাজেট অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। এই বাজেটে ১০৮ টি টিম কর্তৃক ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন সম্ভব হতে পারে। সেজন্য সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত মনিটরিং কমিটির ১৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ সভায় ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ১০৮ টি টিমের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং ১০/০৬/২০২৩ তারিখে সদস্য সচিবগণ ৫০০১ টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন। খ) সদস্য সচিবগণ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন এবং www.ciams.org এ ৫০০১ টি কারখানার পরিদর্শন তথ্য ইনপুট দিয়েছেন। গ) ২য় পর্যায়ে CIAMS সফটওয়্যারে ৫০০১ টি কারখানার ক্যাপ ডেটা এন্ট্রি ব্যবহারকারীকে তার জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন লেভেলের এক্সেস পারমিশন দেওয়া হবে যাতে একজন ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য টিম এবং দপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য এক্সেস করতে পারেন। এ লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে প্রেরণ করা হয়েছে। র‍্যাভেন সিস্টেম এটি নিয়ে কাজ করছে। ঘ) গত ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে জাতীয় কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় পর্যায়ের পরিদর্শনকৃত কারখানাগুলোতে ক্যাপ প্রেরণ করা হবে এবং বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সদস্য সচিব কর্তৃক ৩য় পর্যায়ের কারখানা পরিদর্শন শুরু হবে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	পরবর্তী নির্দেশনার আলোকে পরিদর্শনকৃত কারখানার ক্যাপ প্রদান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা)
১৬।	মামলা সংক্রান্ত তথ্য এবং মামলার তথ্য ইনপুট বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি মামলা সংক্রান্ত তথ্য এবং মামলার তথ্য ইনপুট-এর কার্যক্রম জানতে চাইলে জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম, আইন কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা: শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে ৩১ টি মামলা, হাইকোর্ট বিভাগে ২০১ টি মামলা, লিভ টু আপিল ০১ টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ০৫ টি মামলা, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে ০৫ টি মামলা, কনটেম্পট অব কোর্ট মামলা ০১ টি মামলা এবং শ্রম আদালতে মামলা ২৯৯৫ টি। সভাপতি আদালত অবমাননা (Contempt) মামলার বিষয়ে আদালতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন-শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব	জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			কোর্ট মামলা আছে কিনা তার হালনাগাদ তথ্য এবং সফটওয়্যারে ইনপুট মামলার তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
১৭।	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি অডিট আপত্তি বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ মোট-৩৮টি (SFI: ২০টি ও Non-SFI: ১৮টি), জড়িত টাকার পরিমাণঃ ১১,৪০,২৩,৫৩২/- টাকা। প্রধান কার্যালয়-১৫ টি (SFI- ০৪ টি, Non-SFI-১১ টি), NOSHTRI প্রকল্প-০৮ টি (SFI- ০৫ টি, Non-SFI-০৩ টি), ঢাকা-০৯ টি (SFI- ০৫ টি, Non-SFI-০৪ টি), চট্টগ্রাম- SFI-০১ টি, গাজীপুর- SFI-০১ টি ,বগুড়া- SFI-০২ টি, খুলনা- SFI-০২ টি। মে/২০২৪ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ০৬ টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ০৪ টি Non-SFI আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা। ফেব্রুয়ারী/২৪ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ০১ টি Non-SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হারানো মোটরসাইকেলের মূল্য অবলোপনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (জড়িত টাকার পরিমাণ ৩,০০,০০০/- টাকা)। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ০৩টি Non-SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত অডিট আপত্তির মধ্যে এপ্রিল/২৪ মাস পর্যন্ত মোট ০৮ জন কর্মকর্তার নিকট হতে ৬০,২২০/৪২ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং উক্ত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১ জন কর্মকর্তার পুত্র অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা প্রদানের জন্য যোগাযোগ করেছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১২ টি অডিট আপত্তির তথ্য সর্বশেষ অগ্রগতিসহ গত ১৭-০৮-২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' শীর্ষক প্রকল্প এর ২০২০-২১ অর্থবছরে উত্থাপিত ০৮টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য পত্র গত ২২-০২-২০২৪ (স্মারক নং-৪০.০১.০০০০.০০০.০১.০০১.২৩.৩৫) তারিখে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও	যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)-কে অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে SFI- ১০টি, Non-SFI- ১০টি আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক সভাকে অবহিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		পরিকল্পনা)-কে অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির হার বাড়াতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১৮।	বিবিধ	ক) সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)-কে TCC মিটিং-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর সিদ্ধান্তসমূহ ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পত্র মারফত প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) সভাপতি প্রকল্প পর্যালোচনা সভা দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার পর পর অনুষ্ঠিত হতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক সভায় উপস্থিত থাকতে পারে। গ) সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে NOSHTRI-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে সভায় পর্যালোচনা করার এবং অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘ) উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ায় সম্প্রসারিত ০৩-০৬ তলার ভবনটি PWD থেকে বুঝে নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। সভাপতি উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া-কে প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে PWD থেকে বুঝে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। ঙ) উপমহাপরিদর্শক, রংপুর বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর-এ নির্মিত নতুন বিল্ডিং-এর গেরেজটি ভেঙ্গে গিয়েছে। আগামী বর্ষায় বিল্ডিংটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। এছাড়া বাউন্ডারির ওয়ালও ভেঙ্গে গেছে। উপমহাপরিদর্শক, রংপুর ভাঙ্গা গেরেজ এবং বাউন্ডারিটি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন। সভাপতি পুনর্নির্মাণের নিমিত্ত বরাদ্দ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক (পিডি)-কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। চ) উপমহাপরিদর্শক, পাবনা বলেন, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত পত্র প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন সভাকে জানান যে, পাবনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত পত্র মন্ত্রণালয়ে	ক) যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)-কে TCC মিটিং-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর সিদ্ধান্তসমূহ ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে পত্র মারফত প্রেরণ করতে হবে। খ) প্রকল্প পর্যালোচনা সভা দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভার পর পর অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক সভায় উপস্থিত থাকবে। গ) NOSHTRI-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করা হবে এবং যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI-কে অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করতে হবে ঘ) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ায় সম্প্রসারিত ০৩-০৬ তলার ভবনটি প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে PWD থেকে বুঝে নিতে হবে। ঙ) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর-এ নির্মিত নতুন বিল্ডিং-এর ভেঙ্গে যাওয়া গেরেজ এবং বাউন্ডারিটি পুনর্নির্মাণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন)-কে প্রকল্প পরিচালক (পিডি)-কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে। চ) উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন কে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনার বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেরিত	১। প্রকল্প পরিচালক ডাইফ আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় ২। প্রকল্প পরিচালক, লিমস প্রকল্প ৩। যুগ্মমহাপরিদর্শক, NOSHTRI ৪।উপমহাপরিদর্শক (সকল) ৫। সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		অগ্রায়ন করা হয়েছে। সভাপতি বিষয়টি তদারকির জন্য উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। ছ) সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রধান কার্যালয়ের অমীমাংসিত (Pending) কাজের তালিকা সভাপতি বরাবর সমন্বয় সভার শুরুতে লিখিত আকারে উপস্থানের নির্দেশনা প্রদান করেন।	পত্রের তদারকি করতে হবে। ছ) সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রধান কার্যালয়ের অমীমাংসিত (Pending) কাজের তালিকা সভাপতি বরাবর সমন্বয় সভার শুরুতে লিখিত আকারে উপস্থান করতে হবে।	

০৩। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/০৫/২০২৪

(মো: আবদুর রহিম খান)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০২
ই-মেইল: ig@dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.১০১.০০০০.০৬.০১৫.১৭- ৯১৫ তারিখ: ২৩ মে ২০২৪

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

২। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৫-৯। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১০। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

১১-১৯। উপমহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২০-৫০। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫১। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫২। সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধ্রণ), প্রশাসন অধিশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৩। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৪। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৫। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৬। সহকারি মহাপরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৭। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৮। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) এবং

৫৯। অফিস কপি।

২৩/০৩/২৪

(মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)